বাক্যতত্ত্ব-১:

১. বাক্য কাকে বলে ? একটি সার্থক বাক্যের লক্ষণ/বৈশিষ্ট্য/গুণ সমূহ উদাহরণসহ আলোচনা করো।

১. সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর

অর্থপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত যে পদসমষ্টি দ্বারা কোন বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় , তাকে বাক্য বলে । যেমন: ঋদ্ধ নিয়মিত স্কুলে যায় ।

নিম্নে উদাহরণসহ সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

একটি সার্থক বাক্য গঠন করতে হলে তার তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার । এগুলো হলো:

ক. আকাঙ্ক্ষা খ. আসত্তি গ. যোগ্যতা

ক. আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের কাজ শ্রোতাকে পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপন করা । অর্থ গ্রহণের জন্য শ্রোতাকে যাতে নতুন পদের জন্য অপেক্ষা করতে না হয় , তার উপরই নির্ভর করে বাক্যের পূর্ণতা । যেমন: আমি ভাত খেয়ে------- এটুকো বলার পর থেমে গেলে শ্রোতার আগ্রহের শেষ হবে না । আরো কিছু শব্দ শোনার পরই শ্রোতার কাছে একটি পূর্ণ অর্থ বোধগম্য হবে । বাক্যের অর্থ পরিষ্কার ভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছে , তা-ই আকাঙ্ক্ষা ।

খ. আসত্তি: মনের ভাব প্রকাশের জন্য একটি আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদগুলোকে এমনভাবে পরপর সাজাতে হবে , যাতে মনোভাব বাধাগ্রস্ত না হয়ে স্পষ্ট হয় । যেমন: 'বিতরণী হবে আগামীকাল উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত ।' - এ বাক্যের পদগুলো ঠিকমতো মনোভাব প্রকাশ করতে পারছে না । সুতরাং এটাকে একটা সুগঠিত বাক্য বলা যাবে না । এর জন্য পূর্ণাঙ্গ মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজনে পদগুলোকে বিন্যাসের ক্রম অনুসারে যথাযথভাবে সাজাতে হবে । এক্ষেত্রে বাক্যটি হবে এরকম: 'আগামীকাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ।' অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য এই ধরণের সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি ।

গ. যোগ্যতা: বাক্যের অর্থ , যুক্তি ও ভাবগত মিলবন্ধনকে যোগ্যতা বলে । যেমন:

'গরুগুলো আকাশে উড়ছে।' এ বাক্যটি ব্যাকরণগত দিক থেকে অশুদ্ধ নয় কিন্তু সম্ভাব্যতা ও অর্থ-গত মিলবন্ধনের দিক থেকে এটি সঠিক বাক্য হবে না। অন্য দিকে 'গরু মাঠে চরে।' - এ বাক্যটিতে শব্দসমূহের মধ্যে অর্থ ও ভাবগত সমন্বয় রয়েছে।

সার্থক বাক্য গঠনে উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতেই হবে। তবে এর বাইরে শব্দের দুর্বোধ্যতা , উপমার ভুল প্রয়োগ , বাহুল্য দোষ , গুরুচন্ডালী দোষ ইত্যাদি বাক্যের যোগ্যতার ক্ষেত্রে অন্তরায়। এসব বিষয়ে সতর্ক না হলে যথার্থ ও সার্থক বাক্য গঠন করা সম্ভব হবে না।

২. বাক্য কাকে বলে ? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী উদাহরণ বিশ্লেষণ করো।

২. সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর:

যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোন বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় , তাকে বাক্য বলে। যেমন: ঋদ্ধ ভালো ছেলে। সে নিয়মিত পড়ালেখা করে।

গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার। যথা- **১. সরলবাক্য ২. জটিল বাক্য ৩. যৌগিক বাক্য**

১. সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা বা উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে , তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন: ঋদ্ধ ছবি আঁকে। বাক্যটিতে একটি কর্তা (ঋদ্ধ) এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া (আঁকে) রয়েছে।

২. জটিল বাক্য:যে বাক্যে প্রধান খণ্ড বাক্যের অধীন এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ড বাক্য থাকে কিংবা একটি প্রধান খণ্ড বাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয় , তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন: যিনি পরের উপকার করেন , তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

৩. যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক , বিয়োজক , এবং সংকোচক যোজক দ্বারা যুক্ত হয়ে যখন একটি মাত্র বাক্য গঠন করে , তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন: ১. সে আজ সিলেট যাবে এবং আগামীকাল ফিরবে। ২. তুমি ঘুমাবে না পড়বে ?